৪থ বর্ষ ◆১ম সংখ্যা ◆এপ্রিল ২০২৫

এক্কা-দোক্কা

শিশু-কিশোরদের ই-ম্যাগাজিন

Activism Foundation

Kolkata, India

© *Copyright: Activism Foundation for Social Research & Action*

www.activismfoundation.in

আমাদের সম্পর্কে

শৈশব ও কৈশোর বয়স হলো অনেকটা নরম মাটির মতো, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতি তাকে যেমন আকার প্রদান করে সে তেমনই আকার প্রাপ্ত হয়। এই বয়সে প্রায় সকলেরই সারল্য আবেগ ও অনুভূতি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। স্বচ্ছ, অকৃত্রিম ও স্পর্শকাতর এই খুদে চরিত্রদের সাথে বাক্যালাপে প্রয়োজন সূক্ষ্মতা, সহনশীলতা, সহানুভূতি, সংবেদনশীলতা ও ধৈর্য। কিন্তু তাদের এই সরল অনুভূতিগুলির কখনো কখনো পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে ভোঁতা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। তাই প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন তাদের অবদমিত স্বর ও অভিব্যক্তিকে আরও বেশি করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা যেখানে তার মাধ্যম হবে শিশু ও কিশোর নিজেরাই । এই উদ্দেশ্য নিয়েই ACTIVISM স্বপ্ন দেখে এই খুদে দের ভাবনাচিন্তা, মনন ও সৃজনশীলতাকে সুনিপুণভাবে সৌখিন আদলে পুনর্নির্মাণ করার তথা দমিত কণ্ঠের ভাষা হওয়ার। অজস্র নরম মন গুলো ঠিক যেমন জীবনের প্রতি পদক্ষেপে এক্কাদোক্কা খেলতে খেলতে এক একটি সিঁড়ি পাড় করে চলে ACTIVISM ও ঠিক সেইভাবে তার জন্মের পর থেকে এক্কাদোক্কা খেলার মত করেই এগিয়ে চলেছে এক অন্তহীন শিখরে, যেখানে তার সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে একাধিক উদ্দেশ্য, ইচ্ছা, নিষ্ঠা, ত্যাগ এবং অবশ্যই বুক ভরা স্বপ্ন। শিশু-কিশোর মনও তো ঠিক সেরকমই এক ঝাঁক স্বপ্নের মেলবন্ধন! তাই এই স্বপ্ন গুলোকে আরো গভীর ভাবে অনুধাবন করতে ACTIVISM এর উদ্যোগে 'এক্কাদোক্কা' নামক ই-ম্যাগাজিন তার যাত্রা শুরু করেছে। ঊনিশ বছর বয়স সীমা পর্যন্ত যে কেউ 'এক্কাদোক্কা' কে আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে সরাসরি তাদের সৃজনশীল অভিব্যক্তিকে ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে। না বলে ওঠা একরাশ কথা-ভাবনা-চিন্তা-কল্পনা সবকিছুকে গল্প, কবিতা, অঙ্কনের রূপ দান করে শিশু-কিশোর উভয়ই সরাসরি নিজেদের মননের প্রকাশ করতে পারে। পাশাপাশি এক্কাদোক্কা তে 'মনের জানালা' নামক একটি বিভাগ রয়েছে যেখানে তারা প্রয়োজনে ছদ্মনাম ব্যবহার করে তাদের চাপা পড়ে যাওয়া আঘাতপ্রাপ্ত অনুভূতির সরল বহিঃপ্রকাশ ও করতে পারে প্রচ্ছেদের মাধ্যমে। তাই ACTIVISM তথা 'এক্কা দোক্কা'র তরফ থেকে সকলকে আহ্বান করা হচ্ছে পাশে থাকার জন্য এবং 'এক্কাদোক্কা'র সাফল্যের পথে পাথেয় হওয়ার জন্য।

খুদে সদস্যদের সহায়তাতো অবশ্যই,এর পাশাপাশি যে সকল ব্যক্তিগণ'এক্কা-দোক্কা'কে বিভিন্নরূপে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন তারা হলেন –

উপদেষ্টা

শ্রীমতী তিয়াস রায়

পর্যালোচকগণ :

প্রফেসর শ্রীমতি সুমনা দাস

শ্রীমতী সুচেতনা পাল

শ্রীমতী শ্রমণা চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমতী রিয়া হালদার

ই ম্যাগাজিন কমিটি

শ্রীমতী পৌলমী ঘোষ (সম্পাদিকা)

শ্রী শুভব্রত সরকার (সহ-সম্পাদক)

শ্রীমতী ঈশানী বালা (সহ-সম্পাদিকা)

শ্রী প্রণব ভট্টাচার্য

শ্রীমতি নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য

অন্যান্য সদস্যবৃন্দ :

শ্রীমতী রিয়া হালদার

শ্রী সুপ্রিয় দাস

শ্রীমতি স্নেহা মিত্র

শ্রী রূপায়ণ হালদার

শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা হালদার

শ্রী নীলাভ ঘোষাল

শ্রীমতি কঙ্কনা ভট্টাচার্য

কারিগরী সহায়তায়

শ্রী শুভব্রত সরকার

সূচিপত্র

গল্প,কবিতা ও প্রবন্ধ

প্রেতাত্মা
স্বর্ণাভ দে 5

যন্ত্রমানব
দেবায়ণ নাগ 8

WHERE THE MIND IS WITHOUT FEAR
Sompurba Guha.....11

রামেশ্বরম ও কন্যাকুমারী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা
অদ্রিশ নাথ.....21

Arrival of Spring
Sayanti Bhowmick 25

নীলুর ইচ্ছা
শুভ্রদীপ বৈদ্য.....14

An Intriguing Story of a Dog, a Beggar, and a woman
Soubarna Jha.....12

প্রিয়বাবা
কার্তিক ভান্ডারী 27

অঙ্কন

Chandrani Das.....10
Taniya Adhikary.....10
Tushar Goldar.....24
Sagnik Ghosh.....24
Swangkrita Banerjee.....28
Debayan Nag.....26
Siraj Biswas.....26
Kriti Nag.....31
Payel Debnath.....31

মনের জানলা

স্বপনের রাত
সাগ্নিক ঘোষ.....29

৪থ বর্ষ ◆১ম সংখ্যা ◆এপ্রিল ২০২৫

এক্কা-দোক্কা

শিশু-কিশোরদের ই-ম্যাগাজিন

Activism Foundation

Kolkata, India

© *Copyright: Activism Foundation for Social Research & Action*

www.activismfoundation.in

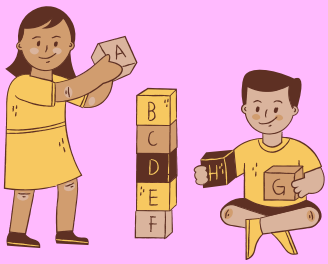

সম্পাদকীয়

The Child-angle

They clamour and fight, they doubt and despair, they know no end to their wrangling.
Let your life come amongst them like a flame of light, my child, unflickering and pure, and delight them into silence.
They are cruel in their greed and their envy, their words are like hidden knives thirsting for blood.
Go and stand amidst their scowling hearts, my child, and let your gentle eyes fall upon them like the forgiving peace of the evening over the strife of the day.
Let them see your face, my child, and thus know the meaning of all things; let them love you and thus love each other.
Come and take your seat in the bosom of the limitless, my child. At sunrise open and raise your heart like a blossoming flower, and at sunset bend your head and in silence complete the worship of the day.

-Rabindranath Tagore

বিশ্বব্যাপী শিশু-কিশোরদের পরিস্থিতি যথেষ্ট শোচনীয় ও ভয়াবহ তা অনেকেই আমরা জানি। এক দুস্থ ও অপ্রীতিকর শৈবাল যেন শিশু জীবনের গতিধারাকে ক্রমাগত রুদ্ধ করে চলেছে যা মোটেও খুব একটা সুখকর নয়। এমন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আমাদের ই ম্যাগাজিনে এক্কা দোক্কা চেষ্টা করেছে এই শিশু মনের ভাষা হওয়ার বা তাদেরকে সেই পরিসর দেওয়ার যেখানে তারা তাদের অব্যক্ত কথাগুলি বলতে পারে।
ভাবনার নানারকম আদোল বা অবয়ব ছোটোবেলা থেকে আমাদের মধ্যে তিল তিল করে বড়হয়ে ওঠে। কখনওতা নিজস্বতাপায় আবার কখনও বাহারিয়ে যায় অন্য কোনো পরিচয়ে।ছোটো বয়সে সারল্যের রকমফের নিষ্প্রভ হয়ে উঠতে থাকে বয়সের চাকা ঘোরার সাথে সাথে ।নানান রঙের কথা, গল্প , ভাবনা , অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে থেকে যায় যা কোনোদিন বলে ওঠা হয়না তথাপি সব সময়ের স্রোতে ভেসে যায় অথবা হারিয়ে যায় স্বীকৃতির অভাবে।এই রঙিন ভাবনা গুলো হারিয়ে যাওয়ার আগেই তাকে নতুন করে পুনরুদ্ধারের আশাতেই e-magazine ‘এক্কা-দোক্কা’র যাত্রা শুরু করেছিল।বিশেষ করে ম্যাগাজিনটি অনলাইন মাধ্যমে প্রকাশ করার উদ্দেশ্য ছিল যাতে এই বিশ্বায়নের যুগে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের মানুষ এটা সংগ্রহ করতে সক্ষম হন, শুধু তাই নয় বরং প্রত্যেকটা সংখ্যা যাতে Activism এর ওয়েবসাইটে সংগৃহীত থাকতে পারে ।ফলস্বরূপ যে কেউ , যখন খুশি, যে কোনো সংখ্যা অনলাইন মাধ্যমে খুঁজে নিয়ে পড়তে পারেন ।

খুব আনন্দের সাথে আবারও জানাচ্ছি, শিশু–কিশোর বয়সের বেশ কয়েকজন সদস্য আমাদের উদ্যোগে সাড়া দিয়েই, আমাদের সাথে ভাগ করে নিয়েছে তাদের আঁকা ছবি, লেখা, কবিতা,গল্প, প্রচ্ছদ,আমাদের ষষ্ঠ সংখ্যার জন্য। এই সংখ্যায় কখনও ফুটে উঠেছে বসন্তের আগমনের বার্তা, কখনও রোবোটিক্স এর দুশ্চিন্তা, আবার কখনও ফুটে উঠেছে বড় হয়ে উচ্চশিক্ষার দৃঢ় সংকল্প। আবার কখনো আমরা পেয়েছি কবিতার মাধ্যমে বাবার প্রতি সন্তানের অসীম শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ যা হয়তো সেই কিশোর সরাসরি বাবাকে জানানোর সাহস পায়নি।
তবে একথা অনস্বীকার্য যে , ‘এক্কা–দোক্কা’ এর ষষ্ঠ সংখ্যার পরিপূর্ণতার পশ্চাতে রয়েছে Activism Foundation এর প্রত্যেক সদস্যসহ আজীবন সদস্যদের বিস্তর অবদান। তাদের হাতধরেই আমরা অনেক ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি এবংতাদের শিল্পস্বত্ত্বার সম্মুখীন হয়েছি। তবে একদম প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত বিশেষকরে যেইসদস্যরা তাদের নিষ্ঠা ও আগ্রহ সহযোগে ‘ এক্কা – দোক্কা’র সাফল্যের পথে অনুগামী হয়েছেন তারা হলেন–, সহ-সম্পাদক শুভব্রত সরকার ও সহ-সম্পাদিকা ঈষাণী বালা ,এক্সিকিউটিভ প্রণব ভট্টাচার্য ও এক্সিকিউটিভ নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য। এছড়া ও আজীবন সদস্যদের মধ্যে যারা সহযোগীতা করেছেন তারা হলেন রিয়া হালদার, সুপ্রিয় দাস, স্নেহা মিত্র, রূপায়ন হালদার এবং শর্মিষ্ঠা হালদার, নীলাভ ঘোষাল, কঙ্কনা ভট্টাচার্য। আরো একটি বিষয় ও খুব আনন্দের সঙ্গে আপনাদের জানাই যে এই সংখ্যা প্রকাশের আগে আমাদের দক্ষ এক্সিকিউটিভ এবং আজীবন সদস্যরা শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল এর ছাত্রদের সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। এই ক্ষেত্রে স্কুল এর প্রধান শিক্ষক শ্রী মনোরঞ্জন কুমার মুখোপাধ্যায় প্রথম দিন থেকে আমাদের যথেষ্ট সহযোগিতা করছেন। তার পাশে পাশি স্কুল এর অন্যতম একজন সম্মানীয় শিক্ষিকা শ্রীমতী সাবিত্রী ঘোষ তার প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শুধু উৎসাহিত করেছেন তাই নয়, বরং আমাদেরকেও ছাত্রদের কাছে পৌঁছাতে সহায়তা করেছেন। তাই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষকমন্ডলী কে "এক্কা দোক্কা"র তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।এছাড়া বিগত মাসগুলিতে আমাদের কাজ পরিচালনায় ও নির্দেশনায় যার ভূমিকা অনস্বীকার্য , তিনিহলেন Trustee Board এরসদস্য তথা ম্যাগাজিনের advisor Ms. তিয়াস রায়। ম্যাগাজিনটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন এক্টিভিজম সোশ্যাল সাইন্সক্লাব এর সেক্রেটারি শ্রী সুরজিৎ রায়।যে সকল রিভিউয়ার গণ তাদের মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন তারা হলেন – অধ্যাপক সুমনা দাস, শ্রীমতি সুচেতনা পাল, শ্রীমতি শ্রমণা চট্টোপাধ্যায়, এবং শ্রীমতি রিয়া হালদার। এই প্রত্যেক ব্যক্তির সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলেই আজ ‘ এক্কা – দোক্কা ’ তার আগামীযাত্রা পথে আরও একধাপ এগিয়ে যেতে সফল হয়েছে তবে , এ কথাও বলাই বাহুল্য যে পরবর্তী ধাপ গুলো পার করতে আপনাদের সহযোগীতা একান্ত কাম্য। এইশিশু – কিশোরদের মননশীল ভাবনার পায়ে পা মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্নদেখে ‘এক্কা – দোক্কা’ যার মুখ্য কান্ডারী তো অবশ্যই ছোটোরা তবে তাদের ঢাল হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন আপনাদের সকলকে।আসুন একবার সারল্যকে সরলভাবে ভেবে দেখি আমরাও।

ধন্যবাদান্তে ,
সম্পাদিকা, পৌলোমী ঘোষ ।

প্রেতাত্মা

স্বর্ণাভ দে

[বয়স: ১৬, **শ্রেণী:** দশম, **স্কুল :** শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল**]**

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের, তাই ভূত টুতে কেউ সেরকম বিশ্বাস বা ভয় কোনটাই করেনা। তবুও মনের মধ্যে থেকে যায় একটি আগ্রহ, কৌটোহল " আদেও, ভূত আছে ?" এই গল্প সেই রকম কিছুটা কৌতূহল ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবার জন্য।

সে অনেককাল আগের কথা, উনিশ শতকের মধ্যভাগে এক ভারতীয় ব্রিটিশ শাসনাধীন থাকা মিলিটারিতে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার এক গ্রামের বাসিন্দা। তিনি কর্মস্থল থেকে তার পরিবারের সঙ্গে চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ করতেন। তার নাম ছিল কৃষ্ণগোপাল রায়। তার এই মিলিটারিতে যাওয়া নিয়ে তার পরিবারের অভিযোগের অন্ত ছিল না, কৃষ্ণগোপাল তার বাড়ির আসেনি প্রায় নয় মাস হতে চলল। তার পরিবার থেকেও চিঠি আসা বন্ধ হয়েছে প্রায় ৬ মাস। এতে তার বাবা লিখেছিলেন,"কৃষ্ণগোপাল, অনেকদিন হয়ে গেছে তুমি গ্রামে আসোনি, তোমার মা, স্ত্রী অনুরোধে তোমাকে এই চিঠি লেখা। আশা করছি তুমি ভালো আছো মা। তোমার পরিবারের প্রতি কর্তব্য বলে যদি কিছু থাকে তাহলে অবশ্যই

এসো।” অতপর লাহোর থেকে কৃষ্ণগোপাল একদিন মানি অডার নিয়ে তার বাবাকে চিঠি লেখেন “বাবা আমি আগামীকাল বাড়ি ফিরছি। রঘু কাকাকে আমার জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করতে বল। রঘু কাকা হল কৃষ্ণগোপালের বিশ্বস্ত ও পুরনো চাকর। নির্দিষ্ট দিনে কৃষ্ণ গোপাল রাত ১২:৩০ মিনিটে স্টেশনে নামলেন, স্টেশন মাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন “ ওহে কোথায় যাবে”

কৃষ্ণগোপাল উত্তর দিলেন, “আমি থাকি বাঁকুড়ায়, সেখান থেকেই আমাকে নিতে আসার কথা ছিল একজনের”

স্টেশন মাস্টার বলেন, “এখন তো কাউকে আসতে দেখিনি, যাই হোক তুমি আজ রাতটা প্লাটফর্মে কাটিয়ে দাও। কাল সকালে পারলে তোমার জন্য কিছু ব্যবস্থা করে দেব।”

কৃষ্ণ গোপাল কোন উপায় না বুঝে প্ল্যাটফর্মেই আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। প্ল্যাটফর্মে বসে চোখ বন্ধ করে ঘুমোতেই কে যেন তাকে ডাকলো “দাদাবাবু, ও দাদাবাবু”। চোখ খুলে কৃষ্ণ গোপাল সসামনে তাকে বলেন, আরে রঘু কাকা, আমি ভেবেছিলাম তুমি বোধ হয় আমার ওপরে রাগ করে আমাকে নিতে আসো নি। “কি যে বলেন দাদা বাবু আপনি সময়ের উল্লেখ না করায় আমি নদীর গাড়ি রেখেছি, যাইহোক এখন চলুন।” বলল রঘুকাকা।সারাদিনের ক্লান্তি থেকে মুক্তি পেলেন। তারপর যেইনা রঘু কাকা গরুর গাড়িটা চালাতে শুরু করল, সে আর থামার নামই নেয় না। সে গরুর গাড়িকে একেবারে ঘোড়ার গাড়ির মতো তাতে শুরু করলো। কৃষ্ণ গোপাল ভয়ে ভয়ে তাকে বললেন, “একি করছো, আমি তো পড়ে যাব সাবধানে।”

কিন্তু কে শুনে কার কথা! এরকম করেই কৃষ্ণগোপাল তার বাড়িতে পৌঁছালেন। বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে রঘু কাকা বিদায় নিল। দরজায় কড়া নাড়তেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন বয়স্ক এক ভদ্রলোক। ইনি কৃষ্ণগোপালের বাবা। দরজা খুলতেই তাকে বলেন, “তোমার চিঠি আমরা সময় মতোই পেয়েছি কিন্তু সময় তুমি আসবে তা না জানতে পারায় কোন গাড়ি পাঠাতে পারিনি।” কৃষ্ণগোপাল বললেন, “কি বলছেন বাবা, রঘু কাকা তো গেছিল আমায় আনতে।” “ কি কি! রঘু, তুমি ঠিক বলছো তো?”, “হ্যাঁ কিন্তু আপনি এত অবাক হচ্ছেন কেন?”

“তা সে ভালই করেছে তোমাকে এনে। অনেক দিনের বিশ্বস্ত লোক, ওর কাজও করেছে। সত্যি কথা বলতে কৃষ্ণ আর বেঁচে নেই, দু-তিন মাস হয়েছে সে মারা গেছে।” কৃষ্ণ গোপাল বিস্মিত সরে বলল, “ মা – মা – মারা গেছে।” “ হ্যাঁ, যাই হোক তুমি ঘরে গিয়ে হাত পা ধুয়ে খেতে বসো।”

বললেন তার বাবা।

কৃষ্ণগোপালের স্ত্রী, তার সম্মুখে তার পছন্দের সব খাবার এনে হাজির করলেন। তা দেখে কৃষ্ণ গোপাল বললেন, “একি করেছো, এতকিছু করার কি দরকার ছিল?”। কৃষ্ণ গোপালের শ্রী চুপচাপ বসে রইলেন। কৃষ্ণ গোপাল খাওয়া-দাওয়া যেই বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিলেন, অমনি সারাদিনের সব ক্লান্তি থেকে মুক্তি পেতেই কি তার ঘুম পেয়ে গেল। পরদিন তার ঘুম ভাঙলো চিৎকারে। তিনি খুলে দেখেন অর্ধভঙ্গ ঘরে তিনি শুয়ে আছেন। তিনি বিছানা থেকে উঠে তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে প্রতিবেশীদের কাছে গলায় বলে উঠলেন, “একি, আমার ঘরের এই অবস্থা হল কি করে? ”। প্রতিবেশীরা বলেন, “ওরে কৃষ্ণ তুই কি কিছুই বুঝতে পারছিস না, আর ৬ মাস হয়েছে তোর পুরো পরিবার কলেরায় উজাড় হয়ে গেছে। তারা কেউ আর বেঁচে নেই। তোর কর্মস্থল সম্বন্ধে না জানাই তোকে কোন চিঠি লিখতে পারিনি”।

কৃষ্ণগোপাল গতকাল রাত্রের কথা তাদেরকে জানালো। তারপর ১, ২ দিন থেকে কর্মস্থলে ফিরে যায়।

যন্ত্রমানব

দেবায়ণ নাগ

[বয়স: ১৬, **শ্রেণী:** দশম, **স্কুল :** শ্যামবাজার এ ভি স্কুল **]**

ও যে এক যন্ত্রমানব;
হাত আছে যার, পা আছে যার,
আছে আস্ত একমাথা।
বুদ্ধি রয়েছে এতই তুখোড়
যা জটিল সমস্যারসমাধানেও পাকা।
মানব দ্বারা সৃষ্টহলেও
মানবকেই হারতে শেখায়।
গড়ে তোলে নতুনজগৎ,
নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনায়।

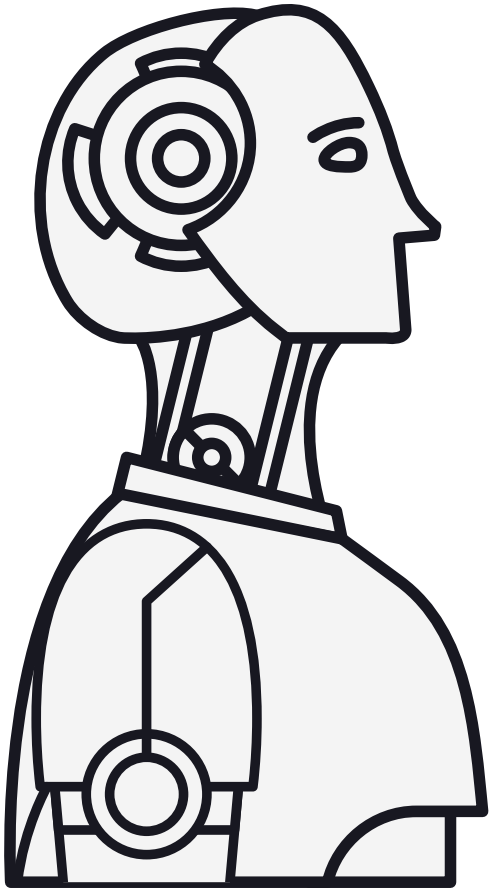

ও যে এক কৃত্রিম মানব;
আলাদিনের সেই বিশ্বস্ত জিন
আজ্ঞাবহ দাসের মতো...
দেখতে কী কেউ পাও ?

কল্পকথার সেইরূপদাস
থেমে নেই যেকোনোখানে
চাঁদে কিংবা সূর্যে।
পাড়ি দিয়েছে বহুবহু ক্রোশদূরে
দুর্বোধ্য, দুর্গমসব স্থানে।

ও যে একআশ্চর্যমানব,
মানব না হয়ে ওসে মানব
দেখিয়েছে, সে-ই শ্রেষ্ঠ।
অনুভূতিহীন, প্রাণহীন এক দেহ
কলকব্জার চাবিকাঠিতেই মন্ত্র।
মানছি বটে কালের নিয়মে
নব প্রযুক্তি হয় সৃষ্ট।
তবে কী সেটি এতই প্রয়োজন ?
যে মানব আজ তার কাছেই তুচ্ছ।

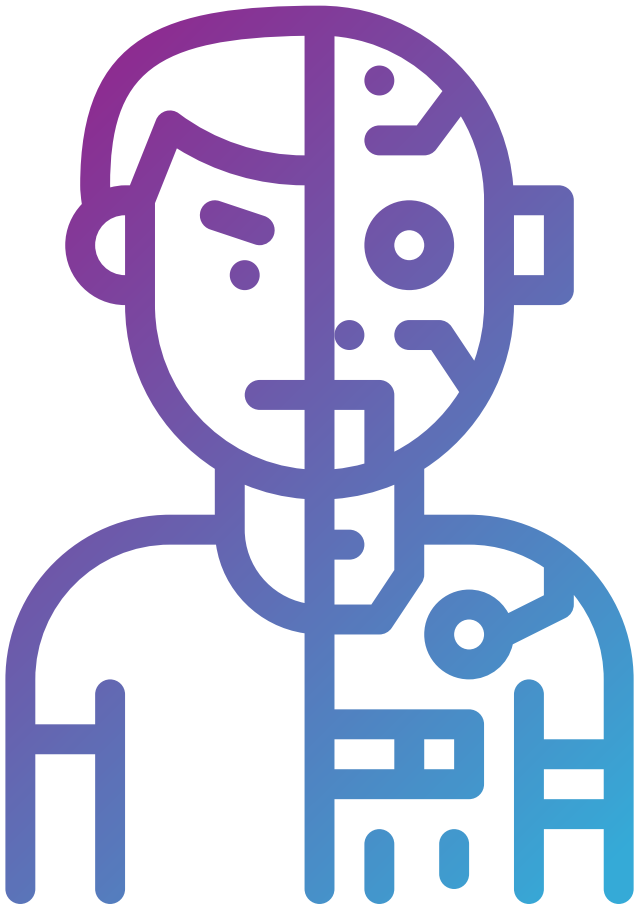

Name – Taniya Adhikary
Age – 11
Grade – V
Institution – Bansberia Girls' High School

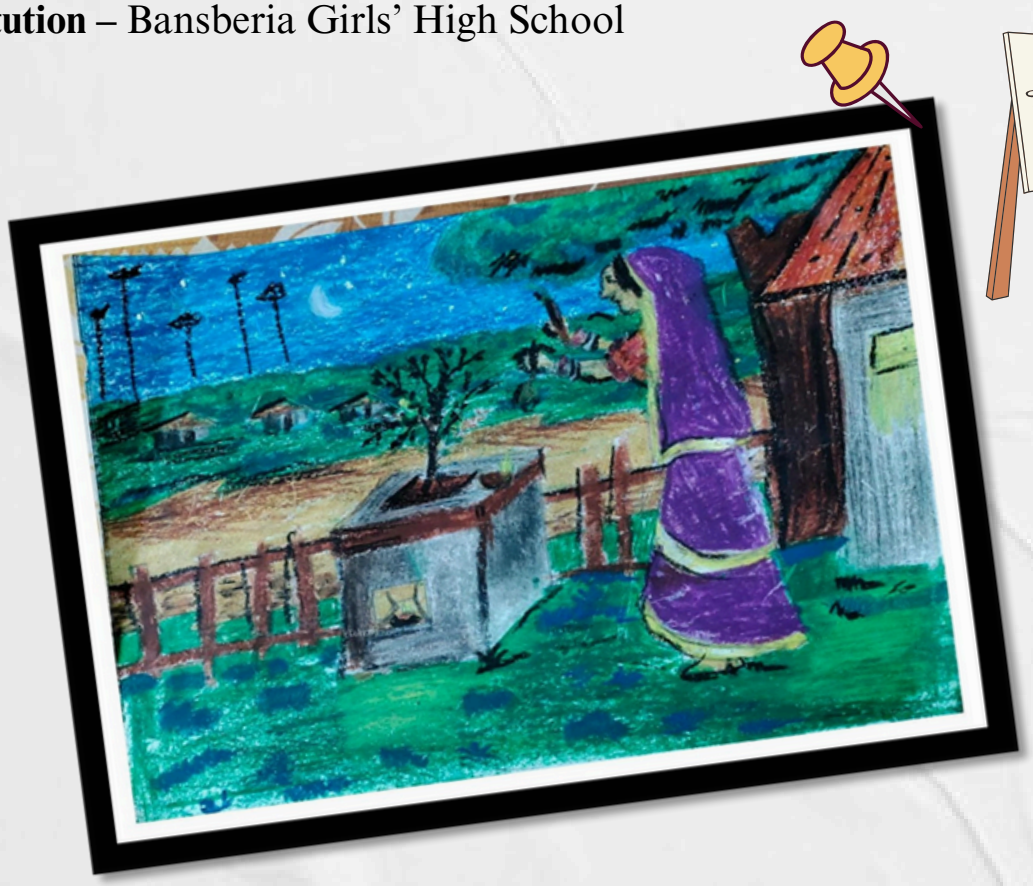

Name – Chandrani Das
Age – 10
Grade – IV
Institution –Khamarpara Jatiya Krira o Shakti Sangha, Sports Primary School

WHERE THE MIND IS WITHOUT FEAR

Sampurba Guha

[Age: 18, **Class:** 1st Year, **Institution:** Malda College**]**

Aren't you the ones who worship Maa with devotion
Aren't you the ones who plead for every portion?
Aren't you the ones who pay the workers their due,
But cut a woman's wages, though she works just as true?
Aren't you the ones who send your daughters away,
To serve in silence, with no voice to say?
Aren't you the ones who claim women must bear,
While the man sits crowned, without a care?
Aren't you the 'man' who shapes the law's foundation,
As if women's rights were mere decoration?
We are the women, we are the Mother,
We are the daughters who honour one another,
We can do all that a living being may,
And surpass what any man dares to say!

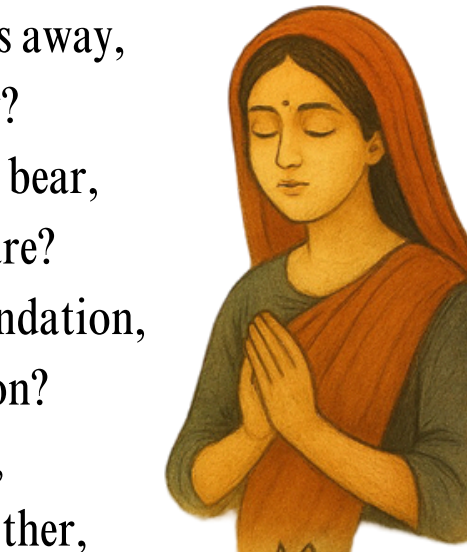

AN INTRIGUING STORY OF A DOG, A BEGGAR, AND A WOMAN

-Soubarna Jha

[Age: 15; **Class:** IX, **School:** Good Shepherd School**]**

Long ago, in the quiet town of Dehra, lived a lady with her dog. She had a small farm of her own where she used to grow tomatoes. Her dog was a friendly mountain dog who was adored by everyone in the neighbourhood. The woman and the dog had been living a quiet peaceful life for years, until one day a beggar knocked at her door. No sooner did the woman hear the knock than she rushed to open the door. Only to find a man in shabby clothes. His clothes were torn and he had very long hair which was unkempt. The beggar looked weak and it seemed that he had not eaten anything since two days. The beggar begged her and cried "Please miss give me some food, I am hungry and haven't had any food since three days." The woman felt pity for him. Then she suddenly remembered how her neighbours told her about how many thieves are dressing up as beggars and then entering into the house and stealing valuable items from different houses. The woman's expression suddenly changed into an angry one and she said "No, I don't have anything to thieves like you." Saying this she slammed the door at his face. The beggar got sad and he was about to walk away, but suddenly he heard some baking noise coming from behind. He turned back to see who it was but suddenly he was pushed down by a dog. The lady after hearing the voice of her dog ran out and saw the dog was licking the face of the beggar.

She rushed outside and scolded her dog and trying to drag him away from the beggar. Then suddenly the beggar shouted to stop and listen to him first. After thinking for a moment, the lady nodded. That's when he told her that five years a go, he had a mountain dog. Whom he left at someone's door because he had recently lost his job and didn't have the money to feed the dog. The dog was none other than the

dog of the woman. The woman was moved by his story and had tears in her eyes and then, she asked the beggar to come and inside and have some food. Go, he had a mountain dog. Whom he left at someone's door because he had recently lost his job and didn't have the money to feed the dog. The dog was none other than the dog of the woman. The woman was moved by his story and had tears in her eyes and then, she asked the beggar to come and inside and have some food.

শুভ্রদীপ বৈদ্য

[বয়স: ১৫, **শ্রেণী:** দশম , **স্কুল :** ডি. এইচ. ভারতী সেবা সমিতি প্রণব বিদ্যালয়**]**

প্রথম দৃশ্য

(নিতাই অর্থাৎ নীলু তার প্রথম মাসের মাইনে নিয়ে তার বাবাকে দিতে গিয়ে বাবার সাথে কথপকথন)

নীলু - বাবা

বাবা - কে?.. নীলু, আয় বাবা ভিতরে আয়

নীলু - বাবা এই নাও আমার প্রথম মাসের মাইনে।

বাবা - তা, তুই আমাকে না দিয়ে তোর মা কে দে, গুছিয়ে রাখবে।

নীলু - বলেছিলাম..। আমার না একটা কথা বলার আছে।

বাবা - হ্যাঁ, বল।

নীলু - (ইতস্তত হয়ে) না.. আ.. আ, আমার না বলতে লজ্জা করছে।

বাবা - লজ্জা না করে চটপট বলে ফেলত।

নীলু - (একটু লজ্জা পেয়ে) বাবা... (চোখ বন্ধ করে) আমি না বিয়ে করব।
বাবা - (মুখ হা) কী? বিয়ে করবি!
নীলু - হ্যাঁ
বাবা - না তোর এখন বিয়ে করতে হবে না।
নীলু - (গভীর গলায়) না! তুমি এটা বলতে পারো না। তাহলে তুমি বলো আমার বিয়ে কবে হবে?
বাবা - ওই ই এক দুই বছর পর থেকে তোর জন্য মেয়ে দেখা শুরু করব ক্ষণ।
নীলু - (চোখের কোলে জল ও রেগে গিয়ে) তার মানে আমার কি বিয়ে হবে না?
বাবা - হবে। একটু অপেক্ষা কর।
নীলু - (রেগে) এক - দু বছর! এটা একটু সময়!
বাবা - আরে রেগে যাচ্ছিস কেনো? নীলু - তাহলে তুমি এখন আমার বিয়ে দেবে না?

বাবা - না দেবো না।
নীলু - দেবে না?
বাবা - না দেবো না
নীলু - দেবে না?
বাবা - না, দেবো না, দেবো না...
নীলু - (রাগ ও কান্না মিশ্রিত গলায়) তাহলে এই আমি বলে দিলাম যে, বাড়িতে যেন বউ বরনের সব উপকরণ রাখা থাকে।
বাবা - কেন?
নীলু - (রেগে গিয়ে) কারণ আমি বাড়ির বাইরে গেলে কোনো বিশ্বাস নেই যে কি করব, কোনো বিশ্বাস নেই... বিশ্বাস নেই.... (বলতে বলতে ঘরের দিকে এগোল)
বাবা - (মাথায় হাত দিয়ে) যা বাবা! এ আমার ছেলে
মা - (সব কিছু আড়াল থেকে শোনার পর একটু জোর গলায়) এবার আমার পুরো বিশ্বাস হয়ে গেলো এ তোমারই ছেলে।

(বাবা ঠোঁট ছোট করে চোখ বড় করে গভীর ভাবে মা র দিকে তাকালো)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(ঘরে গিয়ে একটু রাগ কমতে একটু ভেবে নীলু তার দিদি কে ফোন করলো)
নীলু - হ্যালো
দিদি - হা রে নীলু বল এত দিন পর হঠাৎ, কিছু কি হয়েছে?
নীলু - হ্যাঁ, হয়েছে তো..
দিদি - কি? বাবা মা র কি কিছু হয়েছে?
নীলু - হ্যাঁ রে শুধু তোর বাবা মা র চিন্তা আর এক মাত্র ভাই টা তার কি
দিদি - ও তোকে নিয়ে ব্যাপার তা কি হয়েছে তোর
নীলু - দিদি, আমার কি বিয়ে হবে না..
দিদি - ও এই ব্যাপার, তা তুই বাবা মা র সাথে কথা বল।
নীলু - (কাঁদো গলায়)মা র কথা জানি না,হয়তো মা রাজি হবে কিন্তু বাবা রাজি হচ্ছে না।
দিদি - তা বাবাকে রাজি করা
নীলু - হচ্ছে না, তুমি একটু বলো না।
দিদি - না না, আমার কাছে বাবার কথাই শেষ কথা আর ফোনে তো মোটে আমি এ সব বলব না।
নীলু - তাহলে দয়া করে, এখানে এসে বাবাকে রাজি করাও না। আমি জানি তুমি পারবে। দিদি - বলছিস?
নীলু - হ্যাঁ, তুমি পারবে।
দিদি - ঠিক আছে তাহলে আমি যাচ্ছি।

তৃতীয় দৃশ্য

(কিছুক্ষন পর নীলুর মনে হলো যে হয়ত দিদি পারবে না, তাই সে তার দিদাকে ফোন করলো)
নীলু - (দ্রুততার সঙ্গে) হ্যালো, দিদা কেমন আছো? আমি তোমার নীলু বলছি

দিদা - ও... নীলু.. বাবা কেমন আছিস?
নীলু - আমি ভালো আছি, আর তুমি?
দিদা - আমি ভালো আছি, বাড়ির সকালে ভালো আছে?
নীলু - বাড়ির সকলে ভালো আছে কিন্তু.
দিদা - কিন্তু কি?
নীলু - আমার মন খারাপ
দিদা - কেন? কি হয়েছে?
নীলু - দিদা, আমার কি বিয়ে হবে না
দিদা - কেন হবে না, আমার নীলু শোনার চাঁদ, সোনা মানি, চোখের মণি, তোর আবার বিয়ে হবে না, তা কখন ও হয়
নীলু - (মুখ চুন করে) দিদা, বাবা বিয়ে দিতে রাজি হচ্ছে না
দিদা - কেন? তোর তো বিয়ের বয়স হলো, তুই মনে হয় জানিস না কিন্তু আমার যখন বিয়ে হয় তখন আমি ক্লাস ফোর আর তোর দাদু ক্লাস আট। আর তুই তো এত বড় হয়ে গেলি তা তোর এখন বিয়ে দেবে না।
নীলু - না, তুমি একটু এসে বাবাকে রাজি করাও না। তুমি পারবে..
দিদা - তাহলে আমি আসছি দাঁড়া বাবা।
(নীলুর মা তাকে একটা কাজের জন্য বাইরে পাঠালো)

চতুর্থ দৃশ্য

(বাবা চেয়ারে বসে গভীর চিন্তায় নীলুর বলা কথা গুলো নিয়ে ভাব ছিলেন এমন সময়ে কলিং বেলের আওয়াজ)
বাবা - আ.. হা.. এই সময় কে এলো? ও নীলুর মা দেখনা কে এসেছে...
মা - (রাগি গলায়) পারবো না, আমি কাজ করছি তুমি যাও তো বাপু
(বাবা এমন সময় বাইরে দিয়ে শুনতে পেল কে যেন এক মেয়ে ডাকছে, বাবা.. বাবা... ও বাবা....)
বাবা - (শুনে তো লোম খাড়া হয়ে গেল আর বসে না থেকে পাইচারি শুরু করলেন) সর্বনাশ করেছে নীলু তাহলে কি সত্যি বিয়ে করে বউমা আনলো না কি? আর বিয়ে করে আসতে না আসতেই ' বাবা ' বলতে শুরু করে দিলো। এ আমার ছেলে কাকে বিয়ে করে আগে

আনল রে!

(বাবা যখন এ সব ভাবছিলেন ততক্ষণে মা গিয়ে দরজা খুললেন বাবা শুনতে পেলেন মা বলছে- ভিতরে আয়, ভিতরে আয়)
বাবা- (রাগে গচগচ করতে করতে) নিকুচি করেছে। পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন কে কী বলবে তার কোন ঠিক নেই। আর ইনি 'ভিতরে আয় ভিতরে আয়' করছে....

(সব শুনে রেগে দরজার দিকে মুখ করে দাড়ালেন)
(মেয়েটি ওপরে উঠল)
বাবা- টুসু(দিদি)! তুই এখন, এই সময়ে?
টুসু- কেন বাবা? আমি বুঝি আসতে পারি না?
বাবা- (ইতস্তত হয়ে) পারিস। কিন্ত তুই তো বলে আসিস।
(এমন সময় মা ঘরে ঢুকলেন)
মা- আ..হা.. মেয়ে আসতে না আসতেই বাবা-মেয়ের কথা বলা শুরু হয়ে গেল।
বস তারপর কথা বল।
(মা মিষ্টি নিতে চলে গেলেন)
টুসু- (ইতস্তত হয়ে) বলছি..,তুমি কী এখন নিলুর বিয়ে দেবে? ও আসলে আমাকে ফোন করেছিল..।
বাবা- ও এই ব্যাপার, বস।
(এই বলে তাদের মধ্যে কথা বলাবলি হতে লাগল)

তার পর কথা বলাবলি হচ্ছে এমন সময় কারোর যেনো মৃদু গলার আওয়াজ ভেসে এলো নীচ থেকে বাবা.... বা.. বা.. এই শোনার পর বাড়ির বেল বাজলো.
বাবা - (বাবা চমকে গিয়ে) হ্যাঁ গো দেখো ছেলে কি বউ নিয়ে এলো..
মা - এ সব ভুলভাল কথা বলো না আমার ছেলে মোটে ও এরকম নয়

(মা গিয়ে দরজা খুললেন আর তার পর থেকে বাবা শুনলেন মা নিচে বলছে)
মা - ভিতরে আসুন মা ভিতরে আসুন
বাবা - রেগে বিড় বিড় করতে বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই ভালোবেসে মা বলছে এ আমার

ছেলে কোন মা লক্ষ্মী নিয়ে এল
(এই বলে গভীর নিঃশ্বাস ছাড়লেন)

মহিলাটি ওপরে উঠলেন....
বাবা - মা! আপনি এমন সময়, আর বাড়ির সামনে 'বাবা ' বলছিলেন কেন?
দিদা - এই হেঁটে এত টা আসলাম তাই কষ্ট হচ্ছিল মুখ থেকে 'বাবা ' বেরিয়ে গেছিল। আর যে জন্য আসা তুমি না কি আমার নীলুর বিয়ে দেবে না বলেছ
বাবা - ওওও.. তুমি ও এই জন্য এসেছ

(তিন জনের মধ্যে কথা বলাবলি হচ্ছিল)
কিছু ক্ষণ পর আবার কানে এলো কে যেনো ডাকছে মা ও মা বাবা ও বাবা কিন্তু এবার কোনো মেয়ে নয় ছেলের গলা তবে সেটা নীলুর গলা...
মা - নীলু সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিস
নীলু - হ্যাঁ মা নিয়ে এসেছি
মা - ও মা কি সুন্দর চোখ, নাক, কান। ও মা ও টুসু নীচে আয় দেখি শিগগির..নীলু কাকে নিয়ে এসেছে দেখবি আয়
(বাবা কথা গুলো শুনতে পেয়ে বুক কেঁপে উঠলো)
বাবা - বিড়বিড় করে, শেষ! সব শেষ! হয়ে গেল গিনি তো রূপের গুণোগান শুরু করে দিলো
(ততক্ষণে টুসু আর দিদা নীচে গিয়েছে)
বাবা- দুঃখ আর রাগ নিয়ে বললো শেষে তাহলে নীলু বউ নিয়ে বাড়ি এলো, হতছাড়া এক বার আমার মান সম্মান নিয়ে ভাবলো না,
ছিঃ ছিঃ এবার বাইরে মুখ দেখাব কি করে আর নীলুর মা কি আনন্দ উমমম পাড়া প্রতিবেশীর কোনো ভাবনা নেই.... এই বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন...
এতক্ষনে নীলু ওপরে উঠে এসে বললো দেখো বাবা কাকে নিয়ে এসেছি...
বাবা - উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, আমি দেখতে চাই না, যদি বলি যেখান থেকে নিয়ে এসেছিস সেখানে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পারবি
নীলু - কি যে বলো বাবা কত কষ্ট করে নিয়ে এসেছি, মায়ের তো পছন্দ হয়েছে তুমি দেখে বলো কেমন হয়েছে

বাবা - এ সব কথা বার্তা অন্য কাউকে বলবি, তুই বিয়ে করে বউ নিয়ে আনবি আর আমি মেনে নেবো আমার কাছে কি শুধু আশীর্বাদ নিতে এসেছিস। আগে এক বার আমাকে জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজনবোধ করলি না..

নীলু - বউ! আশীর্বাদ! এ সব কি বলছো তুমি? আমি তো একটা বিড়াল ছানা নিয়ে এসেছি..

বাবা - পিছন ফিরে অবাক হয়ে, ও মা তাই তো এ তো সত্যি বিড়াল ছানা

মা - হ্যাঁ দেখ কি সুন্দর চোখ, কান কি সুন্দর দেখতে

বাবা - তা তুমি এর কথা বলছিলে?

(চেয়ারে বসে মাথায় হাত দিয়ে ভাবলো কিছুক্ষণ বাবা)

বাবা - নীলু তুই কি বিয়ে করবি?

নীলু - হ্যাঁ বাবা

বাবা - তাহলে মেয়ে দেখা শুরু করব আর শিগগিরই তোর বিয়ে দেবো

(এ কথা শুনে সবাই খুব খুশি হয় বছরের শেষে নীলুর ইচ্ছা পূরণ হয়)

রামেশ্বরম ও কন্যাকুমারী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

অদ্রিশ নাথ
[বয়স: ১২, শ্রেণী: ষষ্ঠ, স্কুল : সেন্ট লূক্স ডে-স্কুল]

আমি হলাম ভ্রমণ প্রিয় মানুষ । পুরো পৃথিবী না ঘুরতে পারলেও ভারতবর্ষের যতটা ঘোরা সম্ভব, ততটাই ঘুরেছি। গতবারের উটির কাহিনী সকলের নিশ্চয়ই খুব ভালো লেগেছে। এবার আমি কুটির চেয়েও দূরে দক্ষিণ ভারতের একদম দুই শেষ প্রান্তে যার নাম রামেশ্বর রাম ও কন্যাকুমারীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। এই দুটোই তামিলনাড়ুতে অবস্থিত।

২০২৪ সালের বাঙালি শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজার দশমীর পরের দিন একাদশী অর্থাৎ ১৩ই অক্টোবর আমার বাড়ি ভাটপাড়া থেকে রওনা হই গাড়ি করে। তারপর কিছু সময় হাওড়ায় আমার দিদির বাড়ির কাটিয়ে রাত্রে হাওড়া স্টেশন থেকে তিরিচুরাপল্লী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস এ উঠলাম। Train ছাড়লো ঠিক ৮টা বেজে ৪৫ মিনিটে। পরের দিন ট্রেনে থাকা খাওয়া হলো। তারপরের দিন সকালে ট্রেন করল লেট। যে ট্রেন রাত আড়াইটায় ঢুকতো সে ট্রেন সকাল আটটায় স্টেশনে ঢুকলো। যার জন্য তিরুচিরাপল্লী থেকে মাদুরাই যাওয়ার ট্রেন হলো মিস। তাই আবার টিকিট কাটা হলো স্পেশাল তেজস মাদুরাই এক্সপ্রেস। সেই ট্রেনে উঠলাম সকাল দশটায়। তারপর দুরন্ত তেজস ঝড়ের গতিতে সময়ের আগে মাদুরাই স্টেশনে ঢুকে গেল।। আমরা সেখান থেকে অটো করে গিয়ে উঠলাম অন্নপূর্ণা রেসিডেন্সি হোটেলে। তারপর খাওয়া দাওয়া করে একটু বিশ্রাম নিলাম। এরপর বিকেল বেলা সেখান থেকে হেঁটে গেলাম মা মীনাক্ষী আরমান মন্দিরে। সেখানে গিয়ে দেখলাম বিশাল উঁচু মন্দির। এরপর সেখানে ঢুকে প্রথমে সোনার তালগাছ দেখলাম। তারপর মাকে দর্শন করে বেরিয়ে এলাম। তারপর সেখানে একটু কেনাকাটা করলাম আর অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করলাম। তারপর হোটেলে ফিরে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপরের দিন ছিল সেই হোটেলে শেষ দিন।তাই ঘুম থেকে উঠে আগে একবার ভালো করে রুমের বাইরে ঘুরে নিলাম। তারপর হোটেল থেকে চেক আউট করে বাসে উঠি। এবার আমরা রওনা হলাম-

মূল জায়গার উদ্দেশ্যে যার নাম রামেশ্বরম। পথে এক দোকানে দাঁড়িয়ে খেলাম দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত খাবার ধোসা। সেখানে দিল একটি বিশাল বড় ধোসা, নারকোল চাটনি, পুদিনার চাটনি, টমেটোর চাটনি আর সাম্বার। খুব সুন্দর খেলাম। তারপর ঘন্টাখানেক যাত্রা করার পর এলো রামেশ্বরম যাওয়ার বিখ্যাত বীজ যার নাম পম্বন ব্রিজ। দুদিকে সমুদ্র আর মাঝখানে একটি ব্রিজ। তারপর ব্রিজ পেরিয়ে আরো কিছুটা যাত্রা করবার পর গেলাম অগ্নি তীর্থমে । সেখানে ছিল সমুদ্রের পাশে একটি ঘাট সেখানকার পবিত্র জল নিয়ে মাথায় দিলাম সেখান থেকে হেঁটে গেলাম রামানাথাস্বামীর মন্দিরে। সেখানকার নিয়ম হলো যে প্রত্যেক পুরুষকে খালি গায়ে ঢুকতে হবে। সেখানে ঢুকিয়ে দেখলাম দরজা বন্ধ। তারপর দরজা খুলতেই ভিতরে প্রদীপের আলোতে মূর্তি দর্শন করলাম। এরপর সেখানে আসল হাতি দেখলাম।

তারপর ফিরে এসে বাসে উঠলাম। এরপর সেখান থেকে গেলাম রামায়নাথাম তীর্থে। সেখানে শ্রীরাম পা রেখেছিলেন। যেখানে মন্দির দর্শন করে রওনা হলাম বিখ্যাত ধনুস্কোডি বীচের উদ্দেশ্যে। পথে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে মাছ ভাত খেলাম। এরপর সে এক রোমাঞ্চকর যাত্রা। দুদিকে বঙ্গোপসাগর আর মাঝখানে সরু ফলের উপর দিয়ে হাইওয়ে। তারপর অবশেষে পৌঁছালাম ধনুসকোডি বিচে। সে এক অপূর্ব জায়গা। সমুদ্রের মধ্যে সেই পথটির অন্ত হয়েছে। এখান থেকে দূরবীন এ শ্রীলঙ্কা দেখা যাচ্ছিল। তারপর সেখানে ঝিনুক কুড়ালাম, জলে পা ভেজালাম। কিন্তু সেখানে এতই হাওয়া আর জলে স্রোত যেন সবকিছু উড়ে যাচ্ছে। এরপর জানলাম যে এখান থেকে শুরু হয়েছে রাম সেতু যা শ্রীলঙ্কা অব্দি গিয়েছে। তবে সেটি এখন জলের তলায়। এরপর বাঁশি উঠে রওনা হলাম রামনাথাপুরাম স্টেশনের উদ্দেশ্যে। তারপর দু'ঘণ্টা যাত্রা করার পর পম্বন ব্রীজ পার হয়ে পৌছালাম স্টেশনে। সেখান থেকে রাত আটটা ৫৯ মিনিটে রামম ক্যাপ সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস উঠলাম। পরের দিন ভোর চারটে তে সেই ট্রেন গিয়ে পৌঁছালো কন্যাকুমারী স্টেশনে। সেখান থেকে অটো করে বিবেকানন্দ সেবা ক্যাম্পসে গিয়ে উঠি।

বেশ সুন্দর জায়গায় হোটেল ছিল সেখানে প্রচুর ময়ূর ছিল। তারপর একটু

বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে করলাম বিবেকানন্দ রক দেখার উদ্দেশ্যে। কিন্তু গিয়ে দেখি উত্তাল সমুদ্রের জন্য লঞ্চ বন্ধ। তারপর দুপুরে খাওয়ার পর দেখি লঞ্চ চালু হয়েছে। তারপর ব্যাস! সে এক রোমাঞ্চকর যাত্রা। সমুদ্রের উপর দিয়ে দুরন্ত বেগে ছুটে চলে আমাদের লঞ্চ। তারপর বিবেকানন্দর রকে নেবে স্বামী বিবেকানন্দ চরণ রাখা ও ধ্যানের হল দেখলাম। তারপর লঞ্চে করে ফেরত এলাম। তারপর গিলাম ভারতের শেষ প্রান্তের জায়গাটিতে। সেখানে ডানদিকে বঙ্গোপসাগর সামনে ভারত মহাসাগর ও বাঁদিকে আরব সাগর। তারপর একটু কেনাকাটা, ঘোড়া, খাওয়া সেরে হোটেলের ফিরে রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম। আজ ঘোরাফেরার শেষ দিন। সকাল আটটায় উঠে জল খাবার খেয়ে বাসে উঠলাম। তারপর গেলাম সাইবাবার মন্দির। সেখানে বাবার মূর্তি ধ্যানের স্থল দর্শন করলাম। তারপর বাসি দু'ঘণ্টা যাত্রা করার পর গেলাম কেরালার পুভার ব্যাকওয়াটারে। সে এক রোমাঞ্চকর যাত্রা। নৌকোয় করে ছোট খালের উপরে যাত্রা করি। দূর থেকে আরব সাগর দেখি। তারপর দু'ঘণ্টা যাত্রা করে, বাড়ি ফিরে আসি। তারপর বাঁশি উঠে গেলাম কেরালার বিখ্যাত কোভালাম বিচে। দেখে মনে হল পুরো বিদেশ! সেটি আরব সাগরের পাশে অবস্থিত। সেখানে ঢেউ দেখলাম, জলে পা ভেজালাম, ঝিনুক কুড়ালাম । তারপর বাসে উঠে গেলাম বিখ্যাত শ্রী পদ্মনাভস্বামীর মন্দিরে। যেটি কেরালার রাজধানী তিরুবন্তপুরামে অবস্থিত। সেখানে খালি গায়ে ধুতি পড়ে লাইনে দাঁড়ালাম। তারপর তিন তিনটে গেট দিয়ে ঠাকুর এর মাথা পেট ও পা দর্শন করলাম।তারপর রাতের খাবার খেয়ে বাসে করে হোটেলে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপরের দিন ছিল ফেরার দিন। তাই হোটেল থেকে চেক আউট করে অটো করে গেলাম কন্যাকুমারী স্টেশনে। সেখান থেকে দশটায় ক্যাপ টিভিসি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস এ উঠি। তারপর চার ঘন্টা যাত্রা করার পর তিরুপত্তপূরক স্টেশনের নামি । সেখান থেকে বিকেল চারটেতে শালিমার সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস এ উঠি। আর পরের দিন পুরো ট্রেনে। এর পরের দিন দুপুর দুটোয় ট্রেন থেকে নামলাম সাঁতরাগাছি স্টেশন। সেখান থেকে চলে গেলাম দিদির বাড়ি। সেখান থেকে সন্ধ্যেবেলা গাড়ি করে চলে এলাম বাড়ি।

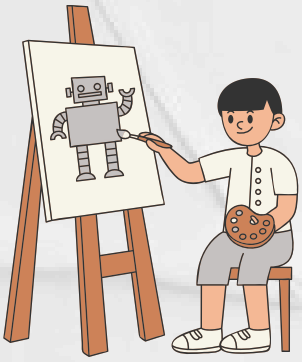

Name: Sagnik Ghosh
Age: 14
Class: VIII
Institution: Hindu School

Name – Tushar Goldar
Age – 9
Grade – IV
Institution – Sonamoni Memorial School

Arrival of Spring

Sayanti Bhowmick

[Age: 17+ , Class: XII, Institution: Authpur National Model School]

In a calm, blissful wind,
In the palm of leaves,
Flowers and petals dancing in the land.
Hours of sand glasses are
Running like a brand.
Blossom by blossom, spring
Begins.
Column and column, the love
Remains.
Do you know spring is for new
Beginnings,
While the birds are in chorus
Of singing?
Oh, the colourful days are
Started,
With the heartless flashbacks
Of parted.

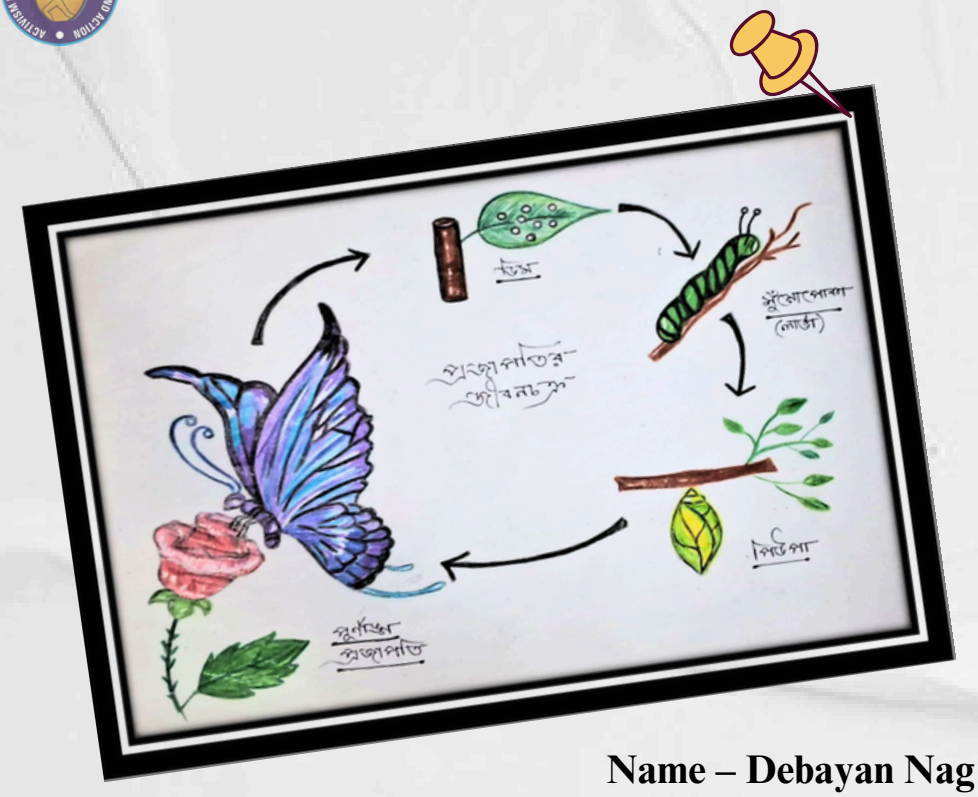

Name – Debayan Nag
Age – 16
Class – X
Institution- Shyambazar A. V. School

Name – Sairaj Biswas
Age – 10+
Class- 4
School – Mount Zion school

প্রিয়বাবা

কার্তিক ভান্ডারী

[বয়স: ১৬, **শ্রেণী:** দশম, **স্কুল :** হীরপুর মানিক চাঁদ ঠাকুর ইনস্টিটিউশন **]**

একটি ঘরে একটি মানুষ,
যদিও সে অন্ধ.....
রাত্রিবেলা নিজের ঘর,
করতে ভোলেনা বন্ধ।
তার একটি ছেলে আছে,
থাকে বহু দূরে.....
তবুও সেই অন্ধ বাবা,
ডাকে হাঁক ছেড়ে।
তার ছেলে শুনতে পেলেও
আসেনা বাবার কাছে...
ভুল করে বাবা আবার
টাকা চাই পাছে।
ছোট্ট থেকে বড় করলো
ওই অন্ধ বাবা.....
সেই বাবাকে ছেলে ছাড়া
দেখবেই আর কে বা?
সেদিন বাবা হাত না ধরলে,
পারতোনা সে হাটতে....
বাবা ভাবছে সেই ছেলে আজ
গেছে রোজগার করতে।
বাবার মনে অনেক দিন
ধরেছে এক ধারনা...
মনে হয় সেই বাবার হয়েছে
দুষ্টু রোগ করোনা।
তাই বাবা অনেকদিন থেকে,
খাওয়া করেছে বন্ধ....

ছেলের মনে বাবার প্রতি
জাগেনি কোনো দ্বন্দ্ব।
বাবা মনে হয় শেষ বারেরমত
দেখতে পাবেনা ছেলের মুখ...
সেই কষ্টে ফেটে পড়ে,
সেই প্রিয় বাবার বুক।
সেদিন বাবা হঠাৎ করে
লক্ষ করেন স্পষ্ট....
সকাল থেকে বাবার যেন
হচ্ছে শ্বাস কষ্ট।
সেদিন ছিল বিকেল বেলা
ছেলে এসেছে বাড়ি...
এসে দেখে তার বাড়ির সামনে
দাড়িয়ে আছে অনেক গাড়ি।
কিছুনা বুঝতে পারে ছেলে
ভেতরে যেই যায়....
গিয়ে দেখে তার সেই
প্রিয়বাবা....
আর এই দুনিয়ে তেনাই।
তাই দেখে ছেলের বুক
ফেটে যায় দুঃখে।
ঠাকুরের কাছে চাই বার বার....
বাবা থাকে যেন সুখে।

স্বপনের রাত

সাগ্নিক ঘোষ

[বয়স: ১৪, শ্রেণী: অষ্টম, স্কুল : হিন্দু স্কুল]

কয়েকবছর আগের কথা, দিনটা নভেম্বর মাসের 23 তারিখ সকালবেলা মাসির ফোন এলো। হঠাৎ মা ফোন রিসিভ করতেই মাসি বলে উঠলো, "হ্যাঁ রে দিদি, তোরা কী একেবারেই ভুলে গেছিস আজকের দিনটা? আজ যে আমার জন্মদিন।" মা বললো, " তোর জন্মদিন কী আমি কখনো ভুলতে পারি নাকি!" সকাল থেকেই কাজের চাপে আর ফোন করে হয়ে ওঠা হয়নি।" হঠাৎ করেই মাসি মায়ের কাছে আবদার করে বসল, যে আমাদের পরিবারের সকলকেই নাকি সন্ধ্যাবেলা তার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যেতেই হবে। প্রস্তাব শুনে আমাকে তা উপেক্ষা করতেই হলো কারণ পরশুদিন থেকেই যে আমার বার্ষিক পরীক্ষা শুরু। মাসি কে অনুরোধ করলাম যে সে যেন কিছু মনে না করে। আমি পরে নিশ্চই গিয়ে একবার দেখা করে আসবো। সন্ধ্যাবেলা মা – বাবা জন্মদিনের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে আমি ঘরে রয়ে গেলাম একা। কিছুক্ষণ পরে মা ফোন করে জানিয়ে দিলো যে তারা ঠিকভাবে পৌঁছে গেছে এবং বেশি রাত হবার আগেই তারা ফিরে আসবে। তখন বাজে রাত নটা। হঠাৎই বাইরে শুনতে পেলাম বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ, তার সঙ্গে শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাতের এই পরিবেশ দেখতে দেখতে হঠাৎই শুনতে পেলাম টেলিফোনের আওয়াজ। মায়ের ফোন, ফোন রিসিভ করতেই মা জানালো রাতের এই প্রবল ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বাড়ি ফেরা সম্ভব হবে না। আমি যেনো সাবধানে খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি আর যেনো একদম ভয় না পাই।

প্রতিদিনই রাত দশটাতেই মা আমাকে নিচের ঘরে খেতে ডাকে। সেই দিনও মায়ের ডাক পেয়ে আমি নিচের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কিন্তু পর মুহূর্তেই আমার মনে পড়লো যে মা তো ঘরে নেই। তাহলে কার ডাক শুনে আমি নীচে এলাম। মনে আমার এক অদ্ভুত আতঙ্কের ভাব তৈরি হলো। সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো। তাও এই ঘটনাকে আমার নিত্যদিনের অভ্যাস আর মনের ভুল ভেবে চুপচাপ খেয়ে শুতে গেলাম। ঘরের আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়তেই অন্ধকার ঘরে আমি কারোর উপস্থিতি অনুভব করলাম। আরোও কিছুক্ষণ পর মনে হলো কেউ যেনো আমার পাশে বসে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আমার শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেলো।

হঠাৎই কানে এলো মায়ের ডাক,"ওঠ তাড়াতাড়ি , সকাল আটটা যে বেজে গেলো,

“ আমার যেনো কেমন সব তালগোল পাকিয়ে গেলো এবং ধীরে ধীরে বুঝলাম যে এটা একটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই না ”।

Name – Kriti Nag
Age- 11 year
Class – VI
Institution – Techno India Group Public School

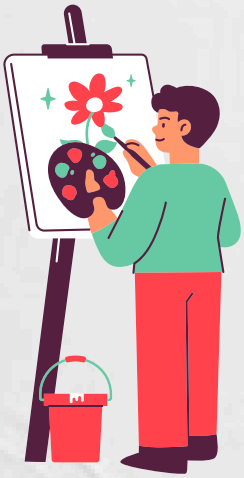

Name – Payel Debnath
Age – 10 years
Grade – VI
Institution – Apurba Smrity Primary School

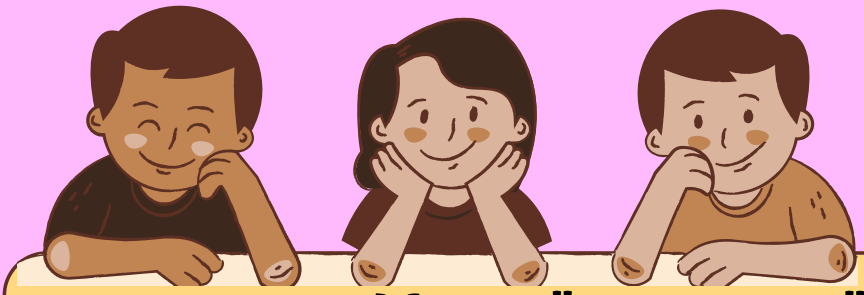

About "এক্কা-দোক্কা"

"এক্কা-দোক্কা" is an initiative and endeavour taken by Activism Foundation for Social Research and Action with a purpose to re-examine childhood through creativity, innovation, conversation and artistic expression. Our e – Magazine "এক্কা-দোক্কা" has started its journey on 19th march, 2022 on the foundation day of Activism. Since day one, we are keen to understand, examine, feel, and re-think those aspects which are internalized with childhood in dynamic forms, either in a creative-unconventional way or through spontaneous manifestation in "Moner Janala" . We are enthusiastic to interact with students, to encourage them to be the part of their own creativity, to be more expressive about their thoughts and imagination and obviously to be more loud about their experiences whether it is good or bad. "এক্কা-দোক্কা" want to synchronize with the innocence of children with more compassion, tenderness and endurance to understand the emotional and empathetic ground of a child especially their likes and dislikes, joy and sorrow, their interests and opinions and so on. We are optimistic that the little souls will able to discover their own treasures in their creative journey with the help of "এক্কা-দোক্কা" in near future.

Guidelines

You may send any writeup/drawing/meme as per guidelines given below

- Children can submit writings up to the age of 19 years.
- Contents should be original and un-published.
- Write ups are only accepted in Bengali and English language.
- Content creator can hide their identity in "Moner janla" section.
- The consent form that we will provide must be attached to the content. Without consent form content will not be accepted.
- A passport size photograph of content creator must be attached with content.
- Contents regarding any religion, Violence, Communal issues will not be accepted.

Contact for content submission – 8777895829

৪থ বর্ষ ◆১ম সংখ্যা ◆এপ্রিল ২০২৫

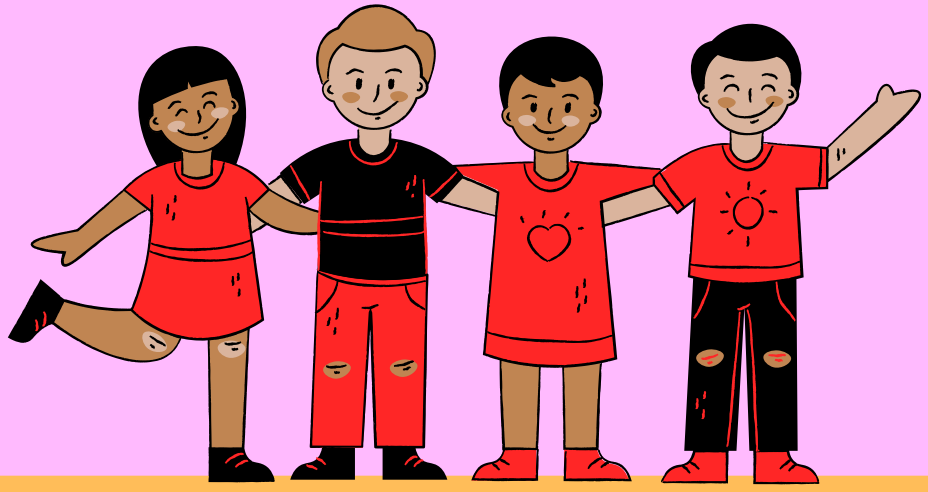

About Activism Social Science Club

Activism Social Science club (ASSC) is the premier unit of Activism Foundation for Social Research & Action, registered under Indian Trust Act 1882. Since 2016, the one-of-a-kind Activism Social Science Club, has been instilling social scientific knowledge for the benefit of society while attempting to make real impacts in people's lives through research-based activities and creative programmes. It conducted multiple case studies on various practical issues that arise in everyday life, including but not limited to domestic abuse, parenting, caring for others, and interpersonal relationships. The purpose of the case studies is to provide the responders with research-based information and techniques to help them solve the issue. In addition, it carried out several knowledge-based awakening activities through its creative outreach programme called "Common Sense and Everyday Misconception" to combat flawed common sense and encourage logical thinking. As is well known, Kolkata is home to many natural science clubs, but there is only one social science club, the Activism Social Science Club, where a group of social science practitioner and, researchers work to foster rationality and critical thinking in individuals, particularly students, by providing them with the social scientific knowledge that is sorely lacking in the current educational and social systems.

Our Office

27F, Balaram Ghosh Street
Kol: 700004
www.activismfoundation.in
Contact No(Office): 87778 95829,
90511 55465